দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

সরজমিনে রংপুরের শ্যামপুর হাইস্কুল পরীক্ষা কেন্দ্র

ধুমসে চলছে নকলের মহোৎসব ১৪৪ ধারার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি

শ্যামপুর (রংপুর) থেকে ফিরে **লিয়াকত আলী বাদল** ঃ কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল আজিজ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "শালা মাস্টারদের সামনেই বই খুলে নকল করছে পরীক্ষার্থীরা অথচ শালারা কেউ কিছু বলে না।" এভাবে আমার একারপক্ষে এতগুলো কক্ষ কন্ট্রোল করা সম্ভব নয়। সহকারী পুলিশ সুপার বোরজাহান বললেন, "ধর ব্যাটাদের লজ্জা লাগে না বাপ-ভাই সবাই মিলে নকল সরবরাহ করছেন।"

দাঙ্গা পুলিশের অনবরত বাঁশির শব্দ, লাঠি নিয়ে নকল সরবরাহকারীদের তাড়া করতে করতে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনদের প্রাশান্তকর অবস্থা। প্রকাশ্যই বই খুলে নকল করছে পরীক্ষার্থীরা। এ যেন নকলের মহোৎসব। এ অবস্থাই ছিল রংপুর শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে বদরগঞ্জ উপজেলার অধীন শ্যামপুর হাইস্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রের।

এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে গত ১৪ই মার্চ সরজমিনে সকাল সাড়ে এগারটায় ওই পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেল, মন্ত্রীদের নকলের বিরুদ্ধে হুংকার, জেলা প্রশাসনের কর্তাদের কঠোরতা এসব কিছুই বিন্দুমাত্র কাজে দেয়নি এই কেন্দ্রে। শ্যামপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম জানালেন, ১ হাজার, ৪ শ' ৯২ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে এখান থেকে আর শ্যামপুর কলেজে পরীক্ষা দিচ্ছে ৪ শ' ৬০ জন। তিনি আরো জানালেন, "একটু-আধটু নকল তো হবেই। তারপরও আমরা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। দুপুর ১১টা ৫২ মিনিটে যখন তিনি সংবাদ প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলছিলেন, সেই সময় জানালা দিয়ে শ' শ' নকল সরবরাহকারীকে নকল সরবরাহ করতে দেখা গেছে। একজন পরীক্ষার্থী প্রধান শিক্ষকের সামনেই প্রধান ফটকের সামনে গিয়ে নকল নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন। এ সময় হন্তদন্ত হয়ে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল আজিজ একটি কক্ষে গিয়ে নকল করা অবস্থায় একজন ছাত্রকে ধরে ফেললেন। কর্তব্যরত শিক্ষককে তিরস্কার করে বললেন, "কি মাস্টার মশাই, দেখেন না নকল করছে।" ম্যাজিস্ট্রেট ছাত্রটির খাতা কেড়ে নিয়ে তাকে বহিষ্কার করলেন। এরপর ছোটাছুটি এককক্ষ থেকে আরেক কক্ষে। ম্যাজিস্ট্রেট যাওয়ার আগেই শিক্ষকদের আগাম সতর্ক বার্তা, "সাবধান ম্যাজিস্ট্রেট আসছে।" সঙ্গে সঙ্গে নকল পকেটে পুড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পরীক্ষার্থীরা। প্রতিটি কক্ষে একই অবস্থা। প্রকাশ্যই বই খুলে নকল করছে ছাত্রছাত্রীরা। এ ছিল পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতরের ছাত্র।

বাইরের দৃশ্য ঃ শ্যামপুর হাইস্কুল পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে লাল সালুর পতাকা লাগানো হয়েছে অর্থাৎ ২শ' গজের মধ্যে জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা; কিন্তু ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে নকল সরবরাহকারীদের দলে দলে দেয়াল টপকে ভেতরে নকল সরবরাহ করতে দেখা গেল। পরীক্ষা কক্ষের প্রতিটি জানালার কাছে শ' শ' মানুষের জটলা। সবাই নকল সরবরাহ করতে ব্যস্ত। দাঙ্গা পুলিশ বাঁশি বাজাতে বাজাতে একবার ধাওয়া করলে ৫/৭ মিনিট জায়গা ফাঁকা। তারপর আবারো শ' শ' মানুষ দলবেধে ঢুকে পড়ছে। এ অবস্থা পরীক্ষার শেষ পর্যন্ত দেখা গেল। দুপুর ১২টা ২০ মিনিট পর্যন্ত মাত্র ৬ জন পরীক্ষার্থীকে নকল করার অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে প্রধান শিক্ষক জানালেন। শ্যামপুর কলেজ কেন্দ্রেও ছিল একই অবস্থা।

৫শ' টাকায় এক সেট উত্তরপত্র ঃ পরীক্ষা শুরু হওয়ার ৫ মিনিটের মাথায় প্রশ্নপত্র বাইরে চলে আসে। আধা ঘণ্টার মধ্যে এক সেট উত্তরপত্র প্রকাশ্যেই ৫শ' টাকা করে বিক্রি করতে দেখা গেছে। স্থানীয় মেহেদী কর্মাশিয়াল কলেজে শ' শ' মানুষের ভিড়। সেখানেও উত্তরপত্র বিক্রি করা হচ্ছিল। স্থানীয় অতিবাসীরা জানায়, শ্যামপুর হাইস্কুলের শিক্ষক আনোয়ার হোসেন ও ফমিত সাংবাদিক শামসুজ্জামান এসব উত্তরপত্র বিক্রি করা হতো।